Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২০

৪৩ বর্ষ ২৯ সংখ্যা ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২০, সোমবার, ৪ আশ্বিন, ১৪২৭

বর্ধমান শহরের সংস্কৃতি জগতের পুরোধা ব্যক্তিত্ব মৃদুল সেন প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৮ সেপ্টেম্বর : চলে গেলেন বর্ধমান শহরের বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বই শুধু নন, সংস্কৃতি জগতের পুরোধা মৃদুল সেন। আজ রাত সাড়ে-বারোটা নাগাদ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। প্রয়াত সেন কিছুদিন ধরে বার্ধক্যজনিত সমস্যায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সেখানেই কোভিড ধরা পড়ে। সেখান থেকে কলকাতায় ভর্তি হন। আজ সকালে মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে অবিভক্ত বর্ধমান জেলাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। বিভিন্ন জায়গা থেকেই খোঁজখবর শুরু হয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়েও শোকের ছায়া নেমে আসে। দলমত নির্বিশেষে কর্মচারী আধিকারিক থেকে শিক্ষকমণ্ডলী শোকজ্ঞাপন করেছেন প্রয়াত সেনের মৃত্যুতে। প্রয়াত সেন বর্ধমান শহরের বহু উন্নয়ন সৃষ্টির কাজে যুক্ত ছিলেন। তাঁর ক্ষেত্র ছিল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যা কেন্দ্রে তিনি ছিলেন অনন্য এবং গড়ে তুলেছিলেন এক উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল।

প্রয়াত সেন কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার কারণে তাঁর মরদেহ পাওয়া যায়নি। এদিনই বর্ধমানে বিকেল সাড়ে চারটেয় পার্কাস রোডে শোক জ্ঞাপন করে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘ, জনবাদী লেখক সংঘ সহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক

—এরপর চারের পাতায়

‘সমবায়রত্ন’ ও নতুন চিঠির প্রাণপুরুষ অশোক ব্যানার্জীর স্মরণসভা আজ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২১ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গের সমবায় আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা ও ‘নতুন চিঠি’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক অশোক ব্যানার্জী স্মরণসভা আজ বিকেলে পার্কাস রোডে সিপিআই(এম) দপ্তরে অনুষ্ঠিত হবে। স্মরণসভায় স্মৃতিচারণ করবেন সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষ, প্রাদেশিক কৃষক সভার সম্পাদক অমল হালদার ও দলের জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক। এদিন নতুন চিঠির ‘অশোক ব্যানার্জী স্মরণ সংখ্যা’-র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হবে।

মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে জেলা জুড়ে প্রতিবাদ ও সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর, বর্ধমান : সমগ্র পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন ব্লকের সাথে মেমারি ১ পশ্চিম এরিয়া কমিটির উদ্যোগে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে মিছিল হয়। উক্ত মিছিলে অজস্র বামসমর্থক মেমারি শহর পরিক্রমা করে। মেমারি স্টেশন বাজার হয়ে বাসস্ট্যাণ্ডে এসে মিছিল শেষ হয়। উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) জেলা কমিটির সদস্য সনৎ ব্যানার্জী। এছাড়াও মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বামনেতা প্রশান্ত কুমার, অশোক যশ, পিন্টু ভট্টাচার্য।

সিপিআই(এম) শহর-১ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে পথসভা হয় পীরপুকুরে। বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ নেতা অধিক্রম সান্যাল। বক্তব্য রাখেন এরিয়া সম্পাদক নজরুল ইসলাম, অতনু হুই প্রমুখ।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এদিন গুসকরা শহরে তীব্র ধিক্কার ও প্রতিবাদ জানালেন কৃষক, মহিলা, ছাত্র-যুব ও সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ। সিপিআই(এম) গুসকরা পূর্ব এরিয়া কমিটির ডাকে বিশাল এই মিছিল শহরের বিদ্যাসাগর হল থেকে শুরু হয়ে ক্ষেত্রপালতলা, মুসলিম পাড়া, পৌর অফিস রোড, স্কুল মোড়, বাসস্ট্যাণ্ড হয়ে শান্তিপুরে ব্যাংকবাজার চত্বরে জমায়েতে এসে শেষ হয়। এদিনের উচ্ছ্বাস ভরা বিশাল মিছিলে সামিল হয়েছিলেন দিগনগর, বিল্লগ্রাম, ভেদিয়া, বেরেণ্ডা, উক্তা, নওদা সহ

—এরপর চারের পাতায়

সবার শিক্ষা, সবার কাজের দাবিতে পথে ছাত্র-যুবরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ১৬ সেপ্টেম্বর : এস.এফ.আই ও ডি.ওয়াই.এফ.আই বর্ধমান শহর-১ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে আজ পার্কাস রোডে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা দিব্যেন্দু নন্দী, ডিওয়াইএফআই বর্ধমান শহর ১ নং আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক সোহম ঘোষ, এস.এফ.আই জেলা সম্পাদক অনির্বাণ রায় চৌধুরী, ডিওয়াইএফআই জেলা সভাপতি স্বর্ণেন্দু দাস। সঙ্গীত পরিবেশন করেন ছাত্রী অদিতি বোস। সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক কমিটির সহ সভাপতি অরূপ দাস। পথসভা শেষে মশাল মিছিল হয়। এদিনই বর্ধমান-১ এরিয়া কমিটি উদ্যোগে তেলিপুকুর থেকে বীরহাটা পার্বতী মাঠ পর্যন্ত বর্ণাঢ্য পদযাত্রা হয়। শিক্ষা ও কাজের দাবিতে ছাত্র-যুবদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় সুলতানপুরে। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের কালনা-১ আঞ্চলিক কমিটির যৌথ উদ্যোগে এই সভায় বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা অনির্বাণ রায়চৌধুরী, প্রবীর ভৌমিক, হালিম শেখ প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন যুবনেতা সুভাষ সরকার।

শহিদ অলি আহম্মদ খানের স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৬ সেপ্টম্বর : কেন্দ্রীয় সরকার যে কৃষি অর্ডিন্যান্স জারি করেছে তাতে দেশের কৃষক সমাজের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। দেশের কৃষিব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর। সিপিআই(এম) নেতা শহীদ অলি আহমদ খানের স্মরণসভায় বলেন অঞ্জু কর। অলি আহমদ খান ১৯৯০ সালের ১৬ সেপ্টম্বর গুপ্ত কংগ্রেসি ঘাতকদের হাতে শহিদ হন। সিপিআই(এমে)-এর কালনা-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে বুধবার তাঁর স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয় ওসমানপুর গ্রামে। সভা পরিচালনা করেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা সনাতন টুডু। এর আগে কুতুবপুর থেকে ওসমানপুর পর্যন্ত মিছিল হয়। জমিদার, জোতদার, পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে গরিব মানুষকে সংগঠিত করে জমি ও মজুরিবৃদ্ধি আন্দোলন সংগঠিত করায়

—এরপর চারের পাতায়

অবিশ্বাস্য কম দামে ওষুধ এবার গ্রামে

কিশোর মাকর : বিশ্বাসে মেলায় বস্তু তর্কের বহুদুর। হ্যাঁ বিশ্বাসে ফল মিলেছে হাতে হাতে। ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্রে। ১০০ টাকার ওষুধ মাত্র ২০ টাকা। দাম শুনেই ক্রেতা নাক সেটকাবে। ডাক্তার শুনলে তো বলবে খেলে আপনার দায়িত্ব। অথচ এর গুণমান নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো অবকাশ নেই। লাগামছাড়া দামের জন্য যাঁদের জীবনদায়ী ওষুধ নাগালের বাইরে চলে যায় তাঁদের জন্য এগিয়ে এসেছে ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্র। এরই হাত ধরে এগিয়ে এসেছে গলসি রুরাল এডুকেশন সোসাইটি। পুরসা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আনুষ্ঠানিকভাবে ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট নাট্যকার দেবেশ ঠাকুর। ন্যায্য মূল্যে ওষুধের উপকারিতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন জনঔষধি দপ্তরের আধিকারিক আশীষ চক্রবর্তী, সোসাইটির কর্ণধার তাবিকুর রহমান, নূর আলম প্রমুখ।

তাবিকুর সাহেব জানালেন এই প্রকল্পে সুলভ মূল্যে পথচলা শুরু করেছি ২০১৬ সালে বর্ধমান শহরে। অনেক প্রতিকূল অবস্থা পার করে মানুষের আস্থা অর্জন করতে পেরেছি। সেই প্রেরণায় আবার গলসির গ্রামে পথ চলা শুরু করেছি। ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে নয়, গরিব মানুষকে স্বল্পমূল্যে ওষুধ তুলে দিতে। বর্ধমান শহরের ক্রেতা শিক্ষক দীপক মণ্ডল জানালেন জনঔষধির ওষুধ নিয়ে মাসে খরচ হাজার টাকা। যেখানে মাসে খরচ হতো ৫০০০ টাকা। বাড়িতে সুগার, প্রেসারের বাঁধা ওষুধ লাগে। গুণমানে অতুলনীয়। ৫০০০ রকমের ওষুধ আছে। বতর্মান করোনাকালে যেমন একদিকে মানুষের আয় কমেছে অন্যদিকে বাজারমূল্য আকাশছোঁয়া। এই পরিস্থিতিতে জনঔষধি কেন্দ্রের ঔষধ সাশ্রয় ঘটাবে।

হাবিবুর রহমান-এর স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২০ সেপ্টেম্বর : প্রয়াত সিপিআই(এম) কর্মী হাবিবুর রহমান (মোহনদা)-এর স্মরণসভা আজ অনুষ্ঠিত হয় গোদা পুতুল কারখানার মাঠে। স্মৃতিচারণ করেন সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আভাস রায়চৌধুরী ও দলের পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তাপস সরকার। সভাপতিত্ব করেন এলাকার প্রবীণ সিপিআই(এম) কর্মী সইদ মোয়াল্লেম হোসেন। শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন মেহেদি হাসান। সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অপূর্ব চ্যাটার্জী, দলের এরিয়া সম্পাদক নুরুল ইসলাম, তরুণ রায়, সুপর্ণা ব্যানার্জী প্রমুখ।

নতুন চিঠি

পত্রিকার শুভানুধ্যায়ী ও গ্রাহকদের প্রতি আবেদন

আপনাদের প্রিয় ‘নতুন চিঠি’ তীব্র আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। দুঃসময়ের মধ্যেও পত্রিকা প্রকাশকে নিরবচ্ছিন্ন রাখার প্রয়াস জারি রেখেছি আমরা। বিজ্ঞাপনবাবদ কোনো আয় নেই অথচ প্রকাশনার খরচ ক্রমবর্ধমান। এই অবস্থায় গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আবেদন—যাঁদের গ্রাহক চাঁদা বাকি রয়েছে তাঁরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা পরিশোধ করে পত্রিকা প্রকাশে সহযোগিতা করুন। সাপ্তাহিক ‘নতুন চিঠি’-র বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদা ছাড়াও ‘নতুন চিঠি’-কে যে-কোনো পরিমাণ অর্থ সাহায্য করতে পারেন পত্রিকার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে।

BANK DETAILS

Name of A/c : NATUN CHITHI
A/c No. : 10212634603
STATE BANK OF INDIA
Burdwan University Branch
IFSC Code : SBIN0002033

বহু মানুষ ইতিমধ্যেই আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই।

নতুন চিঠি

২১ সেপ্টেম্বর, ২০২০

কৃষক-দরদী না জনগণ-দরদী, না প্রতারক!

দেশের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের জীবন-জীবিকা কৃষি-নির্ভর। ফসলের সঠিক দাম না পেয়ে এমনিতেই তাদের অবস্থা শোচনীয়। ঋণের বোঝায় ন্যুব্জ। লাভের কড়ি ঘরে তোলা সম্ভব হয় না বলে বছরের পর বছর তাদের ঋণশোধ হয় না। কেউ কেউ সেজন্য আত্মহত্যার পথে মুক্তি খোঁজেন। সারা দেশে কৃষকদের আত্মহত্যার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সেই কৃষকদের নতুন করে ভাতে মারতে এবং কর্পোরেট বেনিয়াদের পকেট ভরতে কেন্দ্রের মোদী সরকার সংসদে একসঙ্গে তিনটি বিল পেশ করেছে। সারা দেশে প্রায় প্রতিটি রাজ্যে লক্ষ লক্ষ কৃষক-খেতমজুর এই বিলগুলোর প্রতিবাদে বিক্ষোভে নেমে পথ-অবরোধে সামিল হয়েছেন। তবু কা কস্য পরিবেদনা!

প্রধানমন্ত্রী বলছেন এই বিল নাকি ঐতিহাসিক, কৃষকদের মুক্তির পথ বাতলাবে। হ্যাঁ, কৃষকের মরণ ছাড়া আর কিছু মিলবে না। মরণেই তাদের মুক্তি মিলবে। করোনাজনিত বিধিনিষেধ এবং জমায়েত করার সুযোগ না থাকায় প্রতিবাদ-বিরোধিতার পরিসর যখন ক্ষীণ, ঠিক তখনই আইনি ব্যবস্থা করে দিনমজুর এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের মতো কৃষকদেরও পথে বসিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী।

এতকাল কৃষিনীতি এবং কৃষি সংক্রান্ত আইনে কৃষি ও কৃষকদের এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে সামান্য মাত্রায় যে সুরক্ষা ছিল শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের স্বার্থে মোদী সরকার সেগুলিও তুলে দেবার ব্যবস্থা করলেন। মাণ্ডি বা কৃষক বাজার নয়, ব্যবসায়ীরা সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ফসল কিনবে এখন। সরকারি বা সরকার-নিয়ন্ত্রিত কোনও নজরদারি থাকবে না। ব্যবসায়ীর শর্তে ফসল বিক্রি করতে হবে কৃষককে-অথবা আগে থেকে তাদের সঙ্গে চুক্তি করে রাখতে হবে। অর্থাৎ কৃষকের সামনে বিকল্প পছন্দ বা দর-কষাকষির কোনও সুযোগ থাকছে না। ফলে একদিকে বাজার খুলে দেবার ফলে বিদেশি কৃষিপণ্য দেশে ঢোকার সুযোগ পাবে, সেখানে বাধা দেবার সুযোগ থাকবে না। সস্তার বিদেশি পণ্য কৃষকদের আরও বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেবে। উল্টো দিকে কৃষিপণ্যের বাণিজ্য বেসরকারি হাতে চলে যাওয়ায় এবং মজুত আইন শিথিল হওয়ায় মূল্য বাড়িয়ে এবং রপ্তানি করে প্রচুর মুনাফা লুটবার সুযোগ পাবে ব্যবসায়ীরা। আবার বাজার যেহেতু ব্যবসায়ীদের দখলে, সুতরাং অগ্নিমূল্যে খাদ্য কিনতে বাধ্য হবেন দেশের সাধারণ জনগণ। বিপদ দেখা দেবে দেশের খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও। কেন্দ্রের এই সরকারকে কী বলা—যায় কৃষক-দরদী না জনগণ-দরদী, না প্রতারক!

সেতু ভেঙে পড়ায় বিপাকে ৮ টি গ্রামের মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৪ সেপ্টেম্বর : গঙ্গুর নদীর উপর একটি সেতু ভেঙে পড়ায় বিপাকে পড়েছেন আটটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সাময়িক ভাবে চলাচলের জন্য একটি কাঠের সেতু নির্মাণ করে দেওয়া হবে। কিন্তু সেতুটি ভেঙে যাওয়ার পর ১৬ দিন কেটে গেলেও এখনো পর্যন্ত বিকল্প সেতু গড়ে ওঠেনি। তাই চরম দুর্ভোগে রয়েছেন এই এলাকার মানুষ। ঘটনাটি কালনা দু'নম্বর ব্লকের বাদলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কোলা গ্রামে। কালনা দু'নম্বর ব্লকের কুলটি থেকে ৮ কিমির একটি পাকা রাস্তা হুগলি জেলার জামনা পর্যন্ত গেছে। এই পাকা রাস্তা সংলগ্ন বহরকুলি, শানপুকুর, কোলা, কুলটি, বাগানপাড়া, আনন্দনগর, কেষ্টপুর, জামনা প্রভৃতি গ্রামগুলির মানুষ এই রাস্তাটি দিয়ে যাতায়াত করেন। কিন্তু বাদলা গ্রাম পঞ্চায়েতের কোলা গ্রামে গঙ্গুর নদী উপর নির্মিত সেতুটি ভেঙে পড়ায় রাস্তাটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সেই থেকেই এই এলাকার মানুষ দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন। কালনা ২ বিডিও মিলন দেবঘড়িয়া জানান—সেতু ভেঙে পড়ার খবর পাওয়া মাত্রই বিষয়টি সেচ দপ্তরকে জানানো হয়েছে। ওই দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে আপাতত একটি কাঠের সেতু নির্মাণ করা হবে। পরে পাকাপোক্তভাবে সেতু নির্মাণের কাজে হাত দেওয়া হবে।

এক ডজন প্রশ্ন

১. কমিউনিস্ট তথা কৃষক নেতা, আইনবিদ সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ কবে প্রয়াত হন? জন্ম কবে?
২. কমিউনিস্ট তথা কৃষক নেতা বিনয় কোঙার কবে প্রয়াত হন? জন্ম কবে?
৩. মেদিনীপুরের হিজলী জেলে বিনা বিচারে আটক সন্তোষকুমার মিত্র কবে শহিদ হন? তাঁর সঙ্গে আর কোদ বিপ্লবী শহিদ হন? এই প্রেক্ষিতে বিশ্বকবি কোন্ কবিতা রচনা করেন?
৪. পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? তিনি কবে প্রয়াত হন?
৫. কোন্ কমিউনিস্ট নেতা রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং ভারতীয় সংসদে একমাত্র দৃষ্টিহীন সদস্য ছিলেন? তিনি কবে জন্মান? কবে মৃত্যু?
৬. রাজার শাসনমুক্ত হয়ে নেপালে নতুন সংবিধান কবে কার্যকরী হয়?
৭. ফ্রান্সে কবে রাজতন্ত্রের অবসান এবং প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়?
৮. বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কবে ভারতের পার্লামেন্টের আদেশানুসারে মর্যাদা লাভ করে?
৯. ফুটবল সম্রাট পেলে তাঁর 'কস্‌মস্' দল নিয়ে কলকাতায় কবে খেলতে আসেন?
১০. আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস কবে পালিত হয়?
১১. আন্তর্জাতিক ওজোনস্তর রক্ষা দিবস কবে পালিত হয়?
১২. বিশ্ব আলঝাইমার্স দিবস কবে পালিত হয়? এই রোগটি কে কবে আবিষ্কার করেন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

স্মরণে মৃদুলদা

শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার

আমার একটা অদ্ভুত ব্যাপার আজই লক্ষ করলাম। যাঁদের সাথেই আমার সশ্রদ্ধ ভালোবাসার ঘনিষ্ঠতা, জীবদ্দশায় তাঁদের সাথেই আমার বিপুল তর্কাতর্কির সম্পর্ক। এবং এই তর্কাতর্কি করতে গিয়ে এই মানুষগুলির কাছ থেকেও পেয়েছি অবিমিশ্র স্নেহ। আমাদের প্রয়াত পার্টিনেতা নূরুল হুদার সাথে প্রাথমিকভাবে আমার খুব কমই মতের মিল হতো। ফলেই তর্ক। তিনিও সমানে তর্ক করতেন। কখনো শিশুর মতো অন্যদের কাছে নালিশ করতেন, শুভর সাথে কথাই বলা যায় না, কিছু বললেই শুধু তর্ক করে। তারপরও বলতেন। স্নেহ করতেন পুত্রবৎ। আমিও তাঁকে নেতাই গণ্য করেছি। এখনও করি। আমার রাজনৈতিক-'আমি'র যা কিছু ভালো তার প্রথম পাঠ তাঁর কাছেই। একই সম্পর্ক ছিল প্রবাদপ্রতিম নৃত্যশিল্পী ও আসাম গণনাট্যের পুরোধা ব্যক্তিত্ব মুকুন্দদাস ভট্টাচার্যের সাথেও। তর্ক করেই যেতাম, আবার তিনিও আমি গান না গাইলে নাচ করতে রাজি হতেন না। আমি সবসময় ভুল করি বলতেন। আবার কেউ কোনো বিষয়ে পরামর্শ করতে গেলে বলতেন, একবার শুভকে জিজ্ঞেস করে নিয়ো।

কাল রাতে চলে গেলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতা এবং বর্ধমানের মুখ্য সাংস্কৃতিক সংগঠক মৃদুল সেন। আজ সকালে চলে যাওয়ার খবর পাওয়ার পর মনে হল, মৃদুলদার সাথেও কত না তর্ক করেছি! বিরোধিতাও করেছি ওনার অনেক সিদ্ধান্তের। তবু যে কী গভীর শ্রদ্ধার আসন তিনি দখল করেছেন আমার ভেতরে, আজ চলে যাওয়ার পর অনুভব করছি। মৃদুলদা পার্টির নেতা, কর্মচারী আন্দোলনের নেতা, গণনাট্য আন্দোলনের নেতা। কিন্তু এই পরিচয় দিয়ে মানুষটার গোটাটা ধরা যাবে না। মৃদুলদা নামটা উচ্চারণ করলেই একটাই শব্দ মনে আসে, বর্ণময়তা। নানাদিক থেকে বর্ণময় মানুষ ছিলেন মৃদুলদা। এক সময়ে নীলিমা সেনের কাছে গান শিখেছেন। ছাত্রজীবনে শুনেছিলাম আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক চলচ্চিত্র পরিচালক তাঁকে একটি ছবিতে অভিনয় করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। মিসা আইনে গ্রেফতার হয়ে সেই ইতিহাসের অংশ হতে পারেননি। গণশক্তি পত্রিকায় কাজ করার সুবাদে প্রমোদ দাশগুপ্তের

অত্যন্ত আস্থাভাজন হয়ে উঠেছিলেন। আত্মগোপনের সময় ও গ্রেফতার হওয়ার পর প্রেমিকা ও পরবর্তীতে জীবনসঙ্গী স্বপ্নাদির সাথে যোগাযোগটা গল্পের মতো চিত্তাকর্ষক। যাদবপুরের সে-যুগের প্রিন্টিং টেকনোলজিতে ফার্স্ট ক্লাস মৃদুলদা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসে যোগ দিয়ে একে তিলেতিলে গড়ে তুলেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্বের থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একজন হয়ে উঠে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে কার্যত তৈরি করেছেন উনিই। বিশ্ববিদ্যালয়ের চারদিকে যত সত্যিকারের অগ্রগতির চিহ্ন তার প্রায় সবটার রূপকার মৃদুলদা। কিন্তু কোনো ফলকে নাম তাঁর থাকবে না। কারণ তিনি ছিলেন নেপথ্যের কারিগর। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নিজস্ব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দূরশিক্ষা বিভাগ, প্ল্যানেটরিয়াম, পরিবেশ উদ্যান, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব উদ্যোগে হস্তশিল্প মেলা ও সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন, অডিটোরিয়াম, মুক্তমঞ্চ নির্মাণ—কোথায় নেই মৃদুলদার দূরদৃষ্টির ছোঁয়া। প্রকৃতপক্ষে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে আধুনিক মনের মানুষ ছিলেন তিনি। এক কথায় একজন ভিশনারি। সারা পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ও ছাত্রাবাস কর্মচারীরা যে বেতন কাঠামোর সুবিধা পাচ্ছেন তার রূপকারও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমল দাসের সাথে মৃদুলদাই। কারো কোনো বিষয়ে কোনো গুণ থাকলে তার প্রতি এক অদ্ভুত পক্ষপাতিত্ব ও দুর্বলতা থাকতো মৃদুলদার। ভালো গান গায়, ভালো অভিনয় বা আবৃত্তি করে, ভালো নাচে বা ভালো কবিতা লেখে—মৃদুলদার সহজাত পক্ষপাতিত্ব চলে যেতো তাদের দিকে। যে-কোনো সপ্রতিভ মানুষের প্রতি হয়ে পড়তেন ভীষণ দুর্বল। এর জন্যে তুলনায় অপ্রতিভরা তাঁকে অপছন্দই করতো। কোয়ালিটির প্রতি এমন প্রকাশ্য পক্ষপাত খুব কমই দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থকে অবজ্ঞা করে কখনো রাজনীতিবাজী করেননি। এখন যেমন রাজনৈতিক লাভালাভের চিন্তা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রায় প্রতি মাসে একটা বদলির নির্দেশিকা বেরোয়, মৃদুলদারা এই কর্মধারায় বিশ্বাসী ছিলেন না। চরম রাজনৈতিক বিরোধীরাও গুরুত্বপূর্ণ পদে দিনের পর দিন থাকতেন। কারণ মৃদুলদারা মানতেন, ওই পদে ওই মানুষের বিকল্প নেই। এখন এসব অবিশ্বাস্য কথা মনে হয়। শুধু রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে ২০১১ সালের পর এক উপাচার্য গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ব্যবস্থাকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন। সেই ব্যাধি থেকে এখনও বিশ্ববিদ্যালয় মুক্ত হয়নি।

তবু মৃদুলদা ঈশ্বর ছিলেন না, মানুষ ছিলেন। মানুষের অপূর্ণতা, ত্রুটি তাঁর মধ্যেও স্বাভাবিকভাবেই ছিল। তবে যে ত্রুটিগুলি ছিল, তা একশ জনে সত্তর জনের রয়েছে। কিন্তু তিনি যে বর্ণময় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তা এখন হাজারে একটাও মেলে না। এখানেই আমাদের শূন্যতাবোধ, আমাদের অনিঃশেষ শোক।

দেবেশদা বলত, কাইজার। উনি মুচকি হাসতেন।

তাই সবশেষে বলি, রক্তিম অভিবাদন, কাইজার।

পুনশ্চ : এই ছবির প্রতি আমার পক্ষপাত থাকা স্বাভাবিক।

মৃদুল সেন স্মরণে

ডাঃ কৌশিক লাহিড়ি

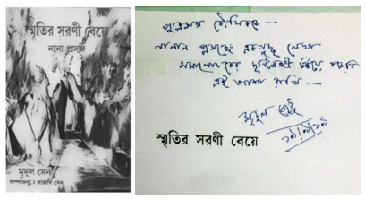

বিশ্বশুদ্ধ সকলের মৃদুলদা!

সত্যিকথা বলতে কি, আমিও মৃদুলদাই বলতাম, তবে সেটা অসাক্ষাতে!

কারণ ভদ্রলোক যে আবার আমার বাল্যবন্ধু সায়নের পিসেমশাই!

তাই সম্বোধন নিয়ে একটা হালকা সমস্যা বরাবরই ছিল!

তবে হ্যাঁ, সামনাসামনি কাকু জ্যেঠু কোনোদিনই বলিনি!

মুখ চেনা হাইস্কুলের সময় থেকেই, তবে সেটা সম্ভবত আমার মায়ের সূত্রে।

মায়ের সঙ্গে গানের অনুষ্ঠানগুলোয় নিয়মিত যাঁদের সঙ্গে দেখা হতো মানুষটা তাঁদেরই একজন!

মেডিক্যাল কলেজে ঢোকার পর মনে আছে একবার ডাক পড়লো, ওনার ভেড়িখানার কোয়ার্টারে।

অমল বন্দ্যোপাধ্যায় (মানে অমলদা, মানে এক আশ্চর্য মনের মানুষ) একটি নাটক লিখেছেন, মৃদুলদা পরিচালনা করবেন, স্বাস্থ্যমেলায় মঞ্চস্থ হবে সে নাটক! আমায় নাকি মুখ্য ভূমিকায় ভাবা হয়েছে!

কেলেঙ্কারি!

অভিনয় আমার কোনোদিনই আসে না, কী মঞ্চে কী জীবনে! তাই, পত্রপাঠ(মানে নাট্যপাঠ) বাতিল হয়ে গেলাম!

তবে পরবর্তী সাড়ে তিন দশকব্যপী সম্পর্কের সেই সূচনা!

আমাকে সব চেয়ে টানতো ওঁর চোখদুটো!

অসম্ভব নাটকীয় আর সম্মোহনী দৃষ্টি! সারাক্ষণ একটা চাপা হাসি মাখা থাকতো কথা বলা চোখ দুটোয়! কখনো মনে হয় নি মানুষটা আমাদের অনেক আগের প্রজন্মের!

মঞ্চে, মঞ্চের বাইরে, আড্ডায়, লেখায়, গানে একটা সাবলীলতা ছিল, অলমোস্ট মাস্তানি টাইপ! একটা স্নেহময় দাপট, আত্মবিশ্বাস আর স্বতঃস্ফূর্ত হাসির হররা ফুটে বেরোতো প্রতিটি কাজে!

নতুন চিঠির প্রতি শারদ সংখ্যায় ওঁর লেখার জন্য আমি অপেক্ষায় থাকতাম। এটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো।

আর আমার কোথাও কোনো লেখা চোখে পড়লেই ফোন করতেন, কখনো উচ্ছাস নিয়ে, কখনো কোনো তথ্য শুধরে দিতে। তবে সবসময়েই গলায় থাকতো স্নেহমাখা প্রশ্রয়!

'স্মৃতির সরণী বেয়ে' বইটি নিজে হাতে লিখে উপহার দিয়েছিলেন

'পুত্রসম কৌশিককে'!

টেলিফোন করে মনেও করিয়ে দিয়েছিলেন সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বইটি পড়ার।

কথা দিয়েছিলেন আমার 'নিঃসীমানার বেড়া' বইটি নিয়ে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখবেন!

সেটা আর হয় নি!

বইটি আমাকে দিয়েছিলেন ১৯/০৯/১৯ তারিখে, এর ঠিক ৩৬৫ দিন পর, সব বেড়া পেরিয়ে ১৮/০৯/২০ তারিখে নিঃসীমানায় পৌঁছে গেলেন মৃদুল সেন নিজেই।

কলকাতায় হাসপাতালে ভর্তি হবার পর, আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুই করা গেলো না, এটাই আক্ষেপের!

প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, বাচিকশিল্পী, গায়ক, সংগঠক, আদর্শবাদী রাজনৈতিক কর্মী এবং বর্ণময় ব্যক্তিত্ব মৃদুল সেনের প্রয়াণ বর্ধমানের সাংস্কৃতিক জগতে নিঃসন্দেহে একটি যুগাবসান!

স্বপ্ন-সওদাগর

দেবেশ ঠাকুর

ছাত্রজীবনে জানতাম, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্য আছেন। কিন্তু 'আসল' উপাচার্য অন্যজন। মৃদুল সেন।

এই আপ্তবাক্যের সত্যি মিথ্যে যাচাই করা আমার আজকের কাজ নয়। মহালয়ার রাত্রে, পিতৃপক্ষের অবসানে, মাতৃপক্ষের সূচনা লগ্নে মৃদুলদা চলে গেলেন। কিছু কথা লিখতে বসেছি বুকের মধ্যে চাপা কষ্ট নিয়ে। দিনেশের নির্দেশে।

বিচিত্রকীর্তি মানুষ মৃদুল সেন। বহুধা বিস্তৃত তাঁর যাপন। আমার কাছে তাঁর

একটাই পরিচয়, শত দাহে বিপুল বনস্পতির আশ্রয়। প্রতিনিয়ত খোঁজখবর নেওয়া, গোটা পরিবারের সঙ্গে অভিভাবকের ভূমিকা, মতানৈক্য -মতৈক্যের নিয়ত পর্যালোচনা—সব নিয়ে অদ্ভুত ভালোলাগা।

ছাত্রজীবনে একটি নাটক দেখে আমাকে কব্জা করেন। আর ছাড়েননি। ভালোবাসার কিছু অদৃশ্য সুতো থাকে। কোনদিন ছেঁড়ে না। মৃত্যুর দিন দশেক আগে পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। তার কিছুদিন আগে অশোকদার মৃত্যুর সময় হাহাকার করে কেঁদে আমাকে বলছিলেন, আমার সঙ্গীরা সব চলে গেল। আর কথা বলতে পারেননি। স্বপ্নাদির হাতে ফোন দিয়ে দিয়েছিলেন। আর এক প্রিয় সাংস্কৃতিক অনুজের 'খবর' শুনে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ধরা গলায় শুধু বেদনা ঝরে পড়ছিল। বুঝতে পারছিলাম ভিতরে ভিতরে মানুষটি ভেঙেচুরে যাচ্ছিলেন।

মৃদুল সেনের পরিবার চট্টগ্রামের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। মাস্টারদা সূর্যসেনের প্রতিটি আন্দোলনের সঙ্গে মৃদুলদার বাবা-কাকারা যুক্ত ছিলেন। নির্মল সেন অপূর্ব সেন তাঁর আন্দোলনের নিরন্তর সঙ্গী ছিলেন। সেই সব কথা রোমন্থন করতে মৃদুলদার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। আমরা পাশাপাশি বসে একটি চলচ্চিত্র দেখেছিলাম। চিটাগাং। কল্পনা-নির্মল প্রণয়দৃশ্যের সময় মাথা নাড়ছেন মৃদুলদা। এটা নয় এটা নয়, আসল ঘটনা হলো—। আসল ঘটনা হলো—। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার ঘটনার (লুণ্ঠন নয়) পাশাপাশি ঠাকুমার কথা খুব বলতেন। অদ্ভুত সুরেলা মিষ্টি গলায় গান গাইতেন, ও মা মনসা গো....

এই রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার তাঁর চর্চাকে অনেক ঋদ্ধ করে তুলেছিল। দমদমে থাকাকালীন বিভিন্ন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ক্রমে বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নতুন প্রজন্মের মুখ হয়ে ওঠেন। প্রমোদ দাশগুপ্ত তাঁকে পার্টির মুদ্রণ কার্যের ছাপাখানার সঙ্গে যুক্ত করেন। সাতের দশকে তাঁর কারাবাস হয়। কারাগারে থাকতে থাকতেই সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলেন। মৃদুলদার জীবনসঙ্গিনী, অবশ্য তখনও বিবাহ হয়নি, স্বপ্না রায় দেখা করতে যেতেন কারাগারে। গোপন রাজনৈতিক চিঠিপত্র আদান প্রদান করতেন। সে অন্য প্রসঙ্গ।

মুক্তি পাওয়ার পর পুনশ্চ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে ধীরে ধীরে বামপন্থী কর্মীদের সমন্বিত সংগঠিত করেন। ধীরে ধীরে কখন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শেষকথা' হয়ে ওঠেন সম্ভবত উনি নিজেও জানেন না। সহকর্মীদের পাশাপাশি এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুমণ্ডলী গড়ে তোলেন। অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, সাতকড়ি সরকার, বিষ্ণুদা, সুমানদা, অশোকদা প্রমুখ। মাঝে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রিন্টিং টেকনোলজিতে ডিগ্রি লাভ করেন। গান শেখাও চলতে থাকে। এ সময় তৈরি হয় নাট্যদল 'অন্বেষা'। অন্বেষা-কে ঘিরে বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটি নির্দিষ্ট মঞ্চ স্থাপিত হয়। এরপর গড়ে ওঠে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বর্ধমান শহর শাখা। বর্তমান লেখক সংঘের প্রথম সম্পাদক। রবীন্দ্রনাথের একশো পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ কবির ম্যুরাল প্রতিষ্ঠা করে।

মৃদুলদা বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যেমন পদ্মজা মিউজিক কলেজ, কৃষ্ণসায়র পরিবেশ কানন, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং সবশেষে কলেজ অফ আর্ট এন্ড ডিজাইন। কৃষ্ণসায়রে ফুল, চারুকলা ও শিল্পকলা মেলা তাঁরই সূচনা। আশ্চর্য বিষয়, প্রায় সব প্রতিষ্ঠান থেকেই হয় তিনি সরে এসেছেন অথবা নির্বাসিত হয়েছেন। আর্ট কলেজ থেকে সরে আসার বেদনা এবং প্রিয়জনদের কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত আঘাত তাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। অনেক জনকে জীবন জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁকে একদিক থেকে নিন্দিত হতে হয়েছে। অন্যদিকে উপকৃতের সবার কাছে তিনি নন্দিত হয়েছেন এমনটা বলা যাবে না। প্রিয়জনের কাছে প্রাপ্ত আঘাত সবচেয়ে তীক্ষ্ণ। এট্ টু ব্রুটে!!

রাজনৈতিক জীবনে তাঁর চলার পথ নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। আমি সে বিষয়ে কোনো কথা বলতে চাই না। সবাই বালিশের নিচে লিউ শাউ চি নিয়ে ঘুমোতে যান এমত সিদ্ধান্তে আসা অমূলক।

ব্যক্তিগতভাবে মৃদুলদা আমার লেখা খুবই ভালবাসতেন। স্বপ্নাদিও খুব স্নেহ করতেন। আজও করেন। হৃদয়ঘটিত সংকটে বর্ধমানের একটি নার্সিংহোমে যখন মৃদুলদা মরণাপন্ন , প্রায় জোর করে ঝুনুদা (ডাক্তার দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়) আর আমি ওঁকে অনাময়ে স্থানান্তরিত করি। স্বপ্নাদিও আমাদের উপরেই সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে দেন। অন্যান্য ডাক্তাররাও মৃদুলদার খুব কাছের মানুষ—গীষ্পতি, অমিতাভ, মনোতোষ আরও কতজন।

মৃদুলদার ভেরিখানার বাড়িতে বসে মহলা দিতাম আড্ডাও দিতাম। আমাদের গলা উদারা মুদারা তারা ছাড়িয়ে একেবারে কাঠে গিয়ে ঠেকতো। সবচেয়ে পড়ার ক্ষতি হতো মামের (অমৃতা সেন)। সে বেচারা জানতো, নাটকের মহলা নয়। আসন্ন বিপ্লবের প্রস্তুতি চলছে। কুশীলবরা এক এক জনা চ্যে, হিকমত, নেরুদা, লোরকা। এক পর্দা গলা নামালেই বিপ্লবের দিনক্ষণ পিছিয়ে যেতে পারে।

সেবার মামের মাধ্যমিক পরীক্ষা। আমরা পাশেরঘরে রিহার্সাল দিচ্ছি। স্বপ্নাদির রোলের সময় এলো। স্বপ্নাদি বললেন একটু পরে যাচ্ছি। মামকে একটু পড়িয়ে, দুটো কলেজের খাতা দেখে—

—কলেজ আর কলেজের খাতা গোল্লায় যাক। আগে মহলা। গুরু বৃহস্পতিপ্রতিম অমলদা বললেন, মৃদুল, আর রিস্ক নেওয়া ঠিক হবে না। বিপ্লবের সঙ্গে দাম্পত্যের সংঘাত না ঘটানোই ভালো।

আমরা গুটিগুটি পায়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। এক হাতে চায়ের ট্রে অন্য হাতে সিঙ্গারা, ঠোঁটে ডায়ালগ, স্বপ্না সেন হাজির।

কাইজার বলে ডাকতাম মৃদুলদাকে। আর্ট কলেজ যখন পার্কে ছিল প্রতিদিন চা খেতে যেতাম। দেরি হলে ফোন লাগাতেন, তাড়াতাড়ি আয়, চা নিয়ে বসে আছি।

তোমার জন্য বসে আছি কাইজার। মঞ্চ প্রস্তুত। থার্ড বেল পড়ে গেছে।

আলো ক্রমে আসিতেছে। আলো কমে আসছে।

মৃদুল সেন প্রণীত

স্মৃতির সরণী বেয়ে

প্রকাশিত হয়েছে।

রয়েছে :

চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের শহিদ অপূর্ব সেন প্রসঙ্গে অজানা কথা।
নেতা ও মানুষ প্রমোদ দাশগুপ্তের নানান দিক নিয়ে লেখকের সন্ধানী দৃষ্টিতে স্মৃতিচারণ
জরুরী অবস্থাকালীন দীর্ঘ ১৭ মাস প্রেসিডেন্সি জেলের কারান্তরালে লেখকের অভিজ্ঞতা ও নানান প্রসঙ্গ

পর্যালোচনা করেছেন—

অধ্যাপক শুভঙ্কর চক্রবর্তী

প্রকাশক

বইচিত্র

বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, ব্লক নং ৬, স্টল নং ১৩ এ, কলকাতা-৭০০০ ৭৩

পাওয়া যাচ্ছে

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি.
কলকাতা ও বর্ধমান শাখায়
এছাড়াও নতুন চিঠি পত্রিকা দপ্তর
৬২ বি.সি. রোড, অনিতা সিনেমা লেন, বর্ধমান-১

মৃদুল সেন স্মরণে

অরুণ মজুমদার

আটাত্তরের জুন মাসে আমি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগের কাজে যোগ দিই। মৃদুল সেন-এর হাত ধরেই আমার এখানে আসা। মৃদুলবাবু তখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ইউনিয়নের সম্পাদক। বিগত কংগ্রেস সরকার কর্মচারীদের দাবিদাওয়ার প্রতি একেবারেই উদাসীন, তাই কর্মচারী ইউনিয়নের নতুন পে-স্কেল চালু করার জন্য প্রতিদিনই টিফিনের সময় মিটিং-মিছিল লেগেই ছিল। মিছিল শেষে মেহগনি গাছটার তলায় বক্তব্য রাখতেন মৃদুল সেন, অশোক ব্যানার্জী, দিলীপ দুবে প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

মৃদুলবাবু ব্রিটিশ ভারতের

চট্টোগ্রাম যুব-বিদ্রোহে মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে উত্তাল একটি শ্রদ্ধায় উচ্চারিত নামের জায়গা থেকে এসে হাজির হয়েছিলেন কৃষি এবং শিল্পের অঙ্গনে। আন্দোলনের ক্রমশ তুঙ্গে ওঠা এক জেলা বর্ধমান। বাইরের আন্দোলনের প্রতিফলন প্রতিনিয়তই বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ইউনিয়নকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। ফলত বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমেই শহরের মধ্যবিত্ত শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। মৃদুল সেনের সুযোগ্য নেতৃত্ব অবশ্যই এর মুখ্য ভূমিকায় ছিল।

প্রথমে ধূতি-পাঞ্জাবি পরবর্তীতে প্যান্ট-শার্ট পরিহিত ছিপছিপে গড়নের আকর্ষণীয় চেহারার যুবক মৃদুল সেন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজে যোগ দেবার পর থেকেই নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত। একটা সহজাত দক্ষতা ছিল নেতৃত্ব দেবার। শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গনে অনায়াস গতি। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছেন নীলিমা সেনের কাছে। পণ্ডিত ধ্রুবতারা যোশীজির কাছেও কিছুদিন নাড়া বেঁধেছেন। অভিনয়ের দক্ষতাও ছিল ঈর্ষণীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ইউনিয়নের ব্যানারে অনেকগুলি নাটকে অভিনয় করেছেন, নাটককে উচ্চমানে পৌঁছে দিয়েছেন অভিনয় দক্ষতায়। 'মারীচ সংবাদ', 'স্পার্টাকাস' এইসব নাটকগুলির অভিনয় এখনো প্রবীণদের মুখে শোনা যায়।

অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনয়ের আগে 'অন্বেষা' নামে একটি গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন মৃদুল সেন। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরী ব্যানার্জী, স্বপ্না সেন রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-এরা সব 'হারানের নাতজামাই' সহ অনেক নাটকের অভিনয় করেছেন বিভিন্ন গ্রামে গিয়েও।

নাটক লিখেছেন অনেকগুলি, একটি সংকলনও আছে—'একজন কমিউনিস্ট এবং....' পাঁচটি নাটকের সংকলন। এছাড়া বেশ কটি নির্বাচনী নাটক লিখেছেন, অভিনয় করেছেন, করিয়েছেন দক্ষতার সঙ্গে। 'মারীচ সংবাদ' তো মূল দলের চেয়েও উন্নতমানের হয়েছিল অনেকে বলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের অনেকেরই নাট্যাভিনয়ে দক্ষতা প্রশ্নাতীত। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বর্ধমান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নিয়মিত মৃদুল সেনের নাটক অভিনয় করেছে।

এই প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেবার আগে ২৫ বৈশাখ সকালে কোলকাতায় রবীন্দ্রসদন এবং সন্ধ্যায় ঠাকুরবাড়িতে (জোড়াসাঁকোয়) সৌমেন ঠাকুর এবং শ্রীমতী ঠাকুরের পরিচালনায় বৈতানিকের অনুষ্ঠান দেখতে যেতেন। এখানে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেহগনি গাছটির ছায়া-শীতল পরিসরটি দেখে ভাবলাম সারা জীবন যদি বর্ধমানে কাটাই তবে এখানেই কিছু করতে হবে। ভেবেচিন্তে ৮০ সালের এক দিন মৃদুলবাবুর কাছে প্রস্তাব দিলাম এই গাছতলায় ২টি প্ল্যাটফর্ম স্টোর থেকে যদি আনিয়ে দেন আর একটি মাইকের ব্যবস্থা করে দেন, তবে ২৫ বৈশাখ এখানেই হতে পারে। উনি রাজি হয়ে গেলেন। যে কোনো ভালো প্রস্তাব দিলেই উনি উৎসাহিত হতেন, বিশেষত শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে। সেভাবেই শুরু হল ২৫ বৈশাখ। ২২ শ্রাবণ। সকাল ৭টা থেকে দেড়টা দুটো পর্যন্ত চলতো সেই সব অনুষ্ঠান। বর্ধমানের সব শিল্পীরাই এতে অংশগ্রহণ করতেন। শেষ শিল্পী অবশ্যই মৃদুল সেন। আস্তে আস্তে আন্তঃঅফিস নাটক প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হতে লাগলো একটা সাড়া পড়ে গেল বর্ধমান শহরে।

কৃষ্ণসায়রের পাড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'চাঁদনী বিল্ডিং'-এর দোতলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মেসে আমার আবাস ছিল। এ বাড়িটিতে একদা মহাত্মা গান্ধীজিও বাস করেছেন দু'একদিন। বিশাল পুকুর, চারপাশে মাটির পাহাড়। যখন উন্নয়ন পরিষদ গঠন করা হল তখন মৃদুল সেন হাত ধরলেন সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিভিন্ন বিষয়ের। প্রতি বছর ফুলের মেলা, আড্ডা, চিত্রকলা প্রদর্শনী, বিভিন্ন রাজ্যের পণ্যসামগ্রী বিক্রয়ের এবং একটি মঞ্চ তৈরি করে যাতে গান-নাচ ইত্যাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা। ভারতের প্রায় সব নামকরা নৃত্যশিল্পীরা এতে যোগ দিতেন দোল-ফাগুনে। চিত্রশিল্পীরা ছবি এঁকেছেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে। এসবের কাণ্ডারী ছিলেন মৃদুল সেন। একদল সুযোগ্য সহকারী তাঁরই প্রেরণায় এখানে সামিল।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘে রাজ্যস্তরে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘেরও রাজ্য নেতৃত্বের পদে থেকেছেন অনেকদিন। চুরুলিয়া নজরুল জন্মভিটের অনুষ্ঠানেও হাজির থেকেছেন।

ট্রেডইউনিয়ন এবং সাংস্কৃতিক পরিসরকে এক জায়গায় এনে প্রাণবন্ত একটি পরিবেশ গড়ে তোলায় তিনি ছিলেন এক অক্লান্ত যোদ্ধা। ছোটদের নিয়ে নাটক করেছেন সুন্দরভাবে।

প্রশাসনিক দক্ষতার স্বীকৃতিতেই বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ছিলেন দীর্ঘকাল। কলেজের ছাত্রদেরও তিনি অভিভাবকস্বরূপ ছিলেন।

আজ বড় অসময়ে তিনি চলে গেলেন। হাজার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের আলাপচারিতা, অবসরপ্রাপ্তদের ভাবনায় এখনো মৃদুল সেন-ময়। বেশ কিছুদিন ধরে এটা চলবে। আমরা আমৃত্যু তাঁর স্মৃতি বহন করের নিয়ে যাবো।

গুসকরায় শ্রমিক কনভেনশন থেকে বড় লড়াইয়ের ডাক

নিজস্ব সংবাদদাতা গুসকরা : ১৬ সেপ্টেম্বর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শ্রমিক-বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সমস্ত স্তরের শ্রমিক ও খেটে খাওয়া মানুষদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ে প্রস্তুত হওয়ার আওয়াজ উঠল আজ গুসকরায় শ্রমিক কনভেনশন থেকে।

গুসকরা শ্রমিক ভবনে অনুষ্ঠিত এই কনভেনশনে রিকশা, রাইস মিল, রেল হকার, নির্মাণকর্মী, বাসকর্মী সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃস্থানীয় কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনিক সমস্যা ও বিভিন্ন সংস্থায় মালিকপক্ষের অনমনীয় মনোভাবের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানিয়ে ৭ জন শ্রমিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ভেদাভেদ তৈরির চক্রান্তের বিরুদ্ধে এবং রাজ্যে তৃণমূল সরকারের দুর্নীতি ও লুটপাট রাজনীতির বিরুদ্ধে সকলকে সজাগ ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা অপল মাজি, প্রশান্ত কর্মকার, সুব্রত মজুমদার ও মনোজ সাউ প্রমুখ।

কনভেনশন থেকে কানাই সরকারকে সভাপতি ও রতন বসুকে সম্পাদক করে ১৭ জনের গুসকরা শহর সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন দেবেন্দ্রনাথ সাধু।

পূর্বস্থলীতে করম উৎসব পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৭ সেপ্টেম্বর : পূর্বস্থলীতে মহা সমারোহে পালিত হয় করম উৎসব। নীলকর সাহেবরা নীল চাষ করার জন্য বিহার থেকে শ্রমিক হিসাবে ভূমিজ সম্প্রদায়ের মানুষদের পূর্বস্থলীতে এনেছিলেন। সাহেবরা চলে গেছে কিন্তু শ্রমিকরা না ফিরে থেকে গেছে বড়গাছি, কালেখাঁতলা, লোহাচুর সহ বিভিন্ন গ্রামে। বাংলার নবান্নের মতই এই ভূমিজ সম্প্রদায়ের মানুষের ফসলকে ঘিরে করম উৎসব। আশ্বিন মাসে নতুন করে চাষের আগে ভূমিজ তথা আদিবাসীরা বিশেষ রীতিতে এই উৎসব পালন করে থাকেন। অবিবাহিত ছেলে এবং মেয়েদের একদিন উপোস করার রীতি আছে। মেয়েরা একটি মাটির ভাঁড়ে কিছুটা মাটি ও বালি নিয়ে তাতে পাঁচ রকম দানাশস্যের কল বের করেন। আগামী মরশুমে ভালো ফসলের জন্য কামনা করেন। শেষে উপোস ভেঙে হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কালনা তথ্য সাংস্কৃতিক বিভাগের আদিবাসী অধিকর্তা লালবাবু সাহা, মাহাতো-ভূমিজ সম্প্রদায়ের পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক রণজিত মাহাতো ও সভাপতি ক্ষুদিরাম মাহাতো, বিধায়ক প্রদীপ কুমার সাহা, মুণ্ডা সম্প্রদায়ের সুমন্ত মুণ্ডারী সহ বিশিষ্টজনেরা।

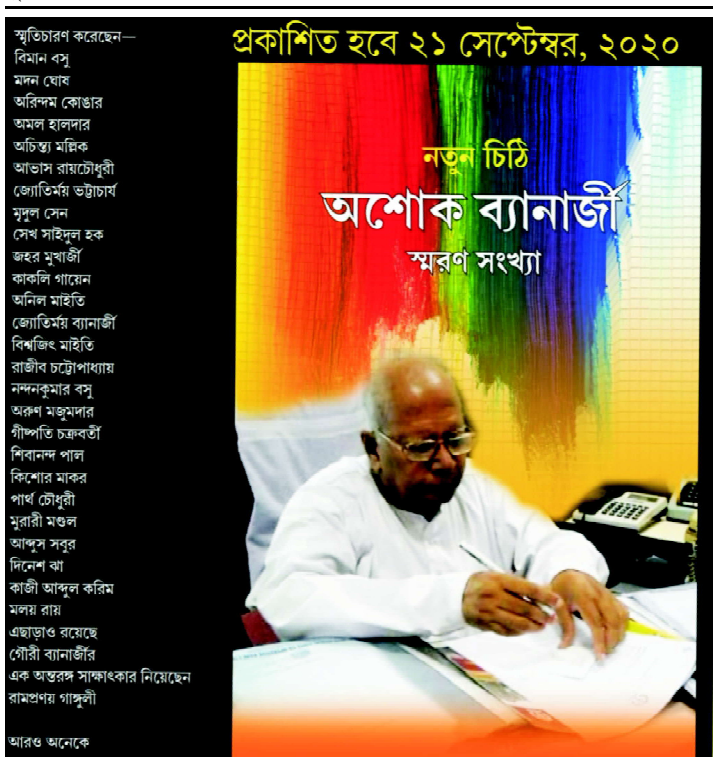

সিপিআই(এম) কর্মীর স্মরণভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৯ সেপ্টেম্বর : সিপিআই(এম)-এর কালনা শহর এরিয়া কমিটির সর্বকনিষ্ঠ সদস্য ও সর্বক্ষণের কর্মী অরূপ দাসের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে। কালনা শহরে অনুষ্ঠিত সভায় তার স্মৃতিচারণ করেন যুবনেতা—অয়নাংশু সরকার, প্রলয় আইচ, পরেশ মণ্ডল প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন যুবনেতা স্বর্ণেন্দু দাস। সভা শুরুর আগে প্রয়াত অরূপ দাসের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন তাঁর পরিবারের লোকজনসহ যুব সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতা ও বিভিন্ন বাম গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। গত ২৩ এপ্রিল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি হন। অবস্থার অবনতি হলে ২৭ এপ্রিল কল্যাণীর গান্ধী হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় ২৯ এপ্রিল শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কালনা কলেজে পড়ার সময় ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অরূপ দাস পার্টির সংস্পর্শে আসেন। পরে ডি ওয়াই এফ আই-এর কালনা শহর লোকাল কমিটির সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন টানা ৯ বছর। যুব বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসেবেও দক্ষ সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন।

মৃদুল সেন প্রয়াত

—প্রথম পাতার পর

সংগঠনগুলি। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শোকজ্ঞাপন করা হয় সিপিআই(এম) বর্ধমান শহর এরিয়া কমিটির দপ্তরের সামনে। মাল্যদান ও ইন্টারন্যাশনাল সঙ্গীতের মাধ্যমে বিদায় জানানো হয়। মাল্যদান করেন সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক, অমল হালদার, তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জী, গৌরী ব্যানার্জী, তরুণ রায় সহ বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। দলের বর্ধমান শহর এরিয়া কমিটির উদ্যোগেও পীরপুকুরে এক কর্মসূচিতে প্রয়াত মৃদুল সেনকে শেষ অভিবাদন জানানো হয়।

নতুন চিঠি পত্রিকার প্রতিষ্ঠালগ্নে প্রয়াত সেন বহু দায়িত্ব পালন করেছেন। আমৃত্যু 'নতুন চিঠি'র বন্ধু ছিলেন। নতুন চিঠি পরিবার তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করছে।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়। -***কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি***

তিন শহিদ স্মরণে রক্তদান মাতিস্বরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৫ সেপ্টেম্বর : রক্তদান শিবির বন্ধ করার চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়ে কালনা মহাকুমা হাসপাতালের রক্তশূন্যতা কাটাতে সক্ষম হল যুবরা। মাতিস্বরে একটি অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে ৬ জন মহিলা সহ ১০১ জন রক্তদান করে। কিন্তু এই শিবির বন্ধ করার জন্য হাওড়ার বাকরার মতো সরাসরি আক্রমণ না করে রটনা করা হয় ওই শিবিরে রক্তদান করলে করোনা হবে। কিন্তু নিন্দুকদের সে রটনা কোন কাজে আসেনি। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে ৪২ জন, পরে আরো ১০ জন বাম কর্মী ও নেতা কালনায় শহিদ হন। ১৯৯০ সালের ১৬ সেপ্টম্বর শহিদ হওয়া কৃষক নেতা অলি আহম্মদ খান এবং তার আগে শহিদ খাঁদা মুড়া, শেখ জামালউদ্দিন সেই সব শহিদদের অন্যতম। এই তিন শহিদ স্মরণে আজ মাতিস্বরে এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় ডি ওয়াই এফ আই-এর কালনা-২ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংগঠনের পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক অয়নাংশু সরকার। প্রত্যেক রক্তদাতাকে উপহার হিসেবে একটি করে দুফলা আমগাছ দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন— যুবনেতা হালিম শেখ, নবকুমার বাগ, গৌতম হালদার, অনুপ গোস্বামী, মিতালী মুখার্জী, আকবর সেখ প্রমুখ। শিবিরের আগে সকলের জন্য শিক্ষা ও কাজের দাবিতে যুব মিছিল সারা এলাকা পরিক্রমা করে।

আহম্মদ খানের স্মরণসভা

—প্রথম পাতার পর

সিপিআই(এম) কর্মী-নেতারা শ্রেণিশত্রুদের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিলেন। ফলে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার আগে এই এলাকায় ৪২ জন, পরে আরো ১০ জন শহিদ হন। বিভিন্ন শহিদের উল্লেখ করে অঞ্জু কর বলেন—গরিব খেটে-খাওয়া মানুষের হয়ে বলার কেউ নেই, একমাত্র কমিউনিস্টরা ছাড়া। আন্দোলন-সংগ্রামে মানুষের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। যাতে দাবিগুলি আদায় আরো ত্বরান্বিত হয়। অলি আহমদ খানের মতো শহিদদের জীবন থেকে সেই শিক্ষা নিয়ে মানুষের দাবি আদায় সুনিশ্চিত করতে পারলে তবেই শহিদ স্মরণ সার্থক হবে।

জেলা জুড়ে প্রতিবাদ ও সভা

—প্রথম পাতার পর

বিভিন্ন এলাকার শ্রমজীবী মানুষ। প্রায় আড়াই কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে। এই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন পার্টি নেতা আলমগীর মণ্ডল, সুব্রত মজুমদার, মনোজ সাউ, সানোয়ার হাসান প্রমুখ।

কালনা জুড়ে মিছিল-সভার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিবাদ করা হয়। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জন্য তোলা হয় দাবিও। সিপিআই(এম)-এর কালনা শহর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে মিছিল ও পথসভা হয়। বক্তব্য রাখেন অরুণাভ চক্রবর্তী, হারু গোপাল ঘোষ, রাহুল দস্তিদার প্রমুখ। সারা ভারত কৃষক সভার কালনা-২ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে আনুখাল বাজারে বিক্ষোভসভা হয়। বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ শাহ, বরুণ বিশ্বাস, নবকুমার বাগ, প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন অশোক ঘোষ। সিপিআইএম-এর কালনা-১ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে মালতিপুর মোড় থেকে নিভূজি পর্যন্ত মিছিল হয়। মিছিলের শুরুতে এবং শেষে পথসভায় বক্তব্য রাখেন বীরেন ঘোষ, সুকুল শিকদার, আলিম শেখ, হালিম শেখ প্রমুখ। দাবিগুলো হলো—আয়কর দেন না এমন সমস্ত পরিবারকে আগামী ছয় মাস নগদে ৭৫০০ টাকা দিতে হবে। আগামী ছয় মাস যাদের প্রয়োজন তাদের সকলকে মাথাপিছু ১০ কিলোগ্রাম করে খাদ্যশস্য বিনামূল্যে দিতে হবে। বর্ধিত মজুরি সহ রেগার কাজ অন্তত বছরে ২০০ দিন করতে হবে। শহরে কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন ও বেকার ভাতা চালু করতে হবে। সকল নাগরিকদের জন্য সংবিধান-প্রদত্ত স্বাধীনতা, ভাতৃত্বের মৌলিক নিশ্চয়তাকে রক্ষা করতে হবে।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ১৯৯৬ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর, জন্ম ১৭ নভেম্বর ১৯১৭। ২. ২০১৪ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর, জন্ম ২৪ এপ্রিল ১৯৩০। ৩. ১৯৩১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর, বিপ্লবী তারকেশ্বর সেন, 'প্রশ্ন' কবিতা। ৪. চতুর্থ শিখগুরু রামদাস। ১৫৮১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর। ৫. সাধন গুপ্ত, জন্ম ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লবের দিন ৭.১১.১৯১৭, মৃত্যু ১৯.৯.২০১৫। ৭. ১৯৯২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর। ৮. ১৯৫১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর। ৯. ১৯৭৭ সালের ২২ সেপ্টেম্বর। ১০. ১৫ সেপ্টেম্বর। ১১. ১৬ সেপ্টেম্বর। ১২) ২১ সেপ্টেম্বর, জার্মান বিজ্ঞানী এলয়েস আলজ্ত্ হাইমার্স। ১৯০৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বর।

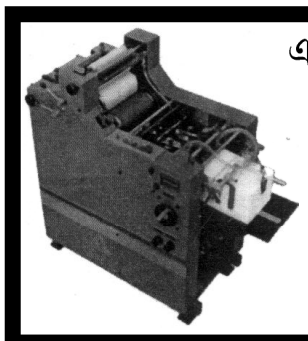
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা